



2378 - মৌহরানা স্ত্রীর সাব্যস্ত অধিকার

প্রশ্ন

আমি মৌহরানার ব্যাপারে ইসলামে দৃষ্টিভিঙি জানতে আগ্রহী। ইসলাম কি মৌহরানা নয়োর অনুমতি দিয়ে; নাকি মৌহরানা নয়োটাকে গুনাহ হিসেবে গণ্য করে? যদি মৌহরানা নয়োটাই গুনাহ হয় তাহলে যে ব্যক্তি ইতপূর্বে মৌহরানা নয়িছে সে এটাকে কি করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে মৌহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। স্ত্রী সম্পূর্ণ মৌহরানা হালাল হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিছু কিছু দেশে যে কথা ছড়িয়ে আছে যে, স্ত্রীর কোন মৌহরানা প্রাপ্য নাই ইসলামে বধিান এর বপিরীত। স্ত্রীকে মৌহরানা দেয়া ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে। যমেন:

আল্লাহর বাণী:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورة النساء / 4

"তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে/ফরয জনে/ নারীদরেকে তাদের মৌহরানা প্রদান কর।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৪]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: النحلة মানে মৌহরানা।

ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতেরে ব্যাখ্যায় তাফসরিকারগণেরে বক্তব্যেরে মর্মার্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: "পুরুষেরে উপর স্ত্রীকে মৌহরানা দেওয়া অপরহিার্য ওয়াজবি এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে হবে"।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে এবং তাদের কাউকে (মৌহরানাস্বরূপ) বপিল সম্পদ দিয়ে থাকলে তা থেকে কিছুই নবে না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে আর স্পষ্ট পাপ করে তা (ফেরত) নতি চাচ্ছে? তোমরা তা কভিবে (ফেরত) নতি পার, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়ে (সহবাস করছে) আর তারাও তোমাদের কাছ



থেকে শকত অঙ্গীকার নিয়েছে।"[সূরা নসিা ৪: ২০-২১]

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন: অর্থাৎ কটে যদি তার কোন স্ত্রীকে বর্চিছেদে করে তার স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন প্রথম স্ত্রীকে যে মোহরানা দিয়েছিল সেটা ফেরত না নিয়ে। এমনকি তার প্রদয়ে মোহরানা যদি বিপুল সম্পদ হয়ে থাকে তবুও। মোহরানা পরিশোধ করা হয় যটোনাঙ্গরে বিপীরীতে (অর্থাৎ যা দিয়ে যটোনাঙ্গকে হালাল করা হয়েছে)। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: " অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়েছে"। আর "শকত অঙ্গীকার" হল বয়রে চুক্তি।

আনাস বনি মালকি (রাঃ) বর্ণনা আছে যে, আব্দুর রহমান বনি আওফ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। তখন তার মাঝে (জাফরানের) হলুদ রঙ দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসে করলেন। সে বলল: আমি এক আনসারী নারীকে বয়ি করছি। তিনি বললেন: তুমি তাকে কত মোহরানা দিয়েছে? জবাবে সে বলল: এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি একটা ভড়া দিয়ে হলও ওয়ালমি কর।"[সহিহ বুখারী (৪৭৫৬)]

মোহরানা হচ্ছে কনের প্রাপ্য অধিকার। কনের বাবা কিংবা অন্য কারো জন্ম এটি গ্রহণ করা জায়যে নয়; যদি না কনে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদরেককে প্রদান না করে।

আবু সালাহে থেকে বর্ণনা আছে যে, প্রথা ছিল যখন কোন লোক তার ময়েকে বয়ি দিত তখন ময়েরে পরবর্ততে সে নিজই মোহরানার অর্থ গ্রহণ করত। আল্লাহ সটোককে নষিধে করে নাযলি করেন:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورة النساء 4

"তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে/ফরয জনে/ নারীদেরকে তাদরে মোহরানা প্রদান কর।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৪]

অনুরূপভাবে নারী যদি তার স্বামীকে মোহরানার কোন অংশ ছড়ে দেয় তাহলে স্বামীর জন্ম সেটা গ্রহণ করা জায়যে আছে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"তবে তারা যদি খুশমিনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খতে (ভোগ করতে) পার।"[সূরা নসিা ৪: ৪]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।